

বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলন – বিধিমালা

এই বিধিমালা বাংলাদেশ পাঠাগার আন্দোলনের গঠনতন্ত্রের ধারা-৩৩ক অনুযায়ী প্রণীত। গঠনতন্ত্র নির্ধারণ করে অধিকার, ক্ষমতা, সীমা ও ন্যূনতম মান; এই বিধিমালা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের কার্যপদ্ধতি, সময়সীমা ও আর্থিক অঙ্ক। এই বিধিমালায় “ধারা” বলতে গঠনতন্ত্রের ধারা এবং “বিধি” বলতে এই বিধিমালার বিধি বোঝাবে।

গঠনতন্ত্র বা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে কোনো বিরোধ দেখা দিলে গঠনতন্ত্র প্রাধান্য পাবে। এই বিধিমালা গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত কোনো অধিকার, সুরক্ষা বা ন্যূনতম মান কমাতে পারবে না (ধারা-৩৩ক)।

অধ্যায় ১ : সদস্যপদ ও অংশগ্রহণ

বিধি-১ : চাঁদা মওকুফের মেয়াদ ও যাচাই

(গঠনতন্ত্র: ধারা-৮)

মওকুফ সংক্রান্ত আবেদন ও সিদ্ধান্ত গোপন থাকবে; বার্ষিক প্রতিবেদনে কেবল মওকুফপ্রাপ্ত সদস্যের সংখ্যা উল্লেখ থাকবে। বিধি-৩-এ বর্ণিত নমুনা যাচাইয়ের জন্য নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি গোপনীয়ভাবে মওকুফ-সংক্রান্ত নথি দেখতে পারবে। মওকুফ প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।

বিধি-২ : শিশু পাঠক সভা

(গঠনতন্ত্র: ধারা-৭)

কিশোর পাঠক ফোরামের বয়সে পৌঁছায়নি এমন শিশু পাঠকদের মত শোনার জন্য প্রতিটি শাখা বছরে অন্তত একবার শিশু পাঠক সভা আয়োজন করবে, যেখানে শিশুরা পাঠাগারের বই, কর্মসূচি ও পরিবেশ নিয়ে মত দেবে। সভার সারকথা শাখার বার্ষিক প্রতিবেদনে থাকবে। এই সভা ধারা-২৪-এর সুরক্ষা-বিধান মেনে পরিচালিত হবে।

বিধি-৩ : প্রতিনিধি গণনায় নমুনা যাচাই

(গঠনতন্ত্র: ধারা-১১ক)

কোনো শাখার মোট সদস্যের ৩০ শতাংশের বেশি চাঁদা-মওকুফপ্রাপ্ত হলে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি গোপনীয়তা রক্ষা করে সদস্য-তালিকার একটি নমুনা যাচাই করতে পারবে। যাচাইয়ে অস্তিত্বহীন বা অসম্মত সদস্য পাওয়া গেলে তাঁদের বাদ দিয়ে প্রতিনিধি-সংখ্যা নতুন করে নির্ধারিত হবে; ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি ধারা-২৯ অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

অধ্যায় ২ : নির্বাচন

বিধি-৪ : কোটা পূরণের পদ্ধতি

(গঠনতন্ত্র: ধারা-১২)

ভোট গণনার পর নারী বা যুব সদস্যের সংখ্যা ন্যূনতমের কম হলে ঘাটতি পূরণ হবে নির্বাহী সদস্য পদে: নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিতদের মধ্যে যিনি সংশ্লিষ্ট কোটায় পড়েন না এবং সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন, তাঁর স্থলে ওই পদের অনির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোটার সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত ঘোষিত হবেন; ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বা নির্বাহী সদস্য পদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। এরপরও ঘাটতি থাকলে তা কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত হবে, কমিটি তার কারণ ও প্রতিকার-পরিকল্পনা পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে, এবং পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন-পর্বে কোটার প্রার্থী নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেবে। ঘাটতির কারণে কমিটির বৈধতা ক্ষুণ্ণ হবে না। এই পদ্ধতি নির্বাচনের আগে নির্বাচনী আচরণবিধিতে (বিধি-৫) প্রকাশ করতে হবে।

বিধি-৫ : কেন্দ্রীয় নির্বাচনের সময়সূচি ও পদ্ধতি

(গঠনতন্ত্র: ধারা-১৫)

- ভোটার তালিকা নির্বাচনের অন্তত ২১ দিন আগে প্রকাশ করতে হবে।
- মনোনয়নপত্র জমা ও বাছাইয়ের সময়সূচি কমিশন নির্ধারণ করবে; মনোনয়নপত্র জমার শেষ তারিখের পর অন্তত ৩ দিন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে।
- কোনো পদে একজনমাত্র প্রার্থী থাকলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষিত হবেন। সমান ভোট পড়লে কমিশনের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে।
- ফলাফল প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে পুনর্গণনার আবেদন করা যাবে। ফলাফল নিয়ে আপত্তি থাকলে ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রথমে কমিশনের কাছে লিখিত আপত্তি জানাতে হবে। কমিশনের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে, চূড়ান্ত আপিল যাবে সাধারণ পরিষদের ভোটে গঠিত ৩ সদস্যের স্বতন্ত্র নির্বাচন আপিল বোর্ডে, যার সদস্যরা কমিশনের সদস্য বা কোনো প্রার্থী হতে পারবেন না। এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।
- ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে পুরাতন কমিটি নতুন কমিটির কাছে সাংগঠনিক নথি, ব্যাংক হিসাবের প্রবেশাধিকার, সদস্য তালিকা, ডিজিটাল পাসওয়ার্ড ও অন্যান্য সম্পদ লিখিত তালিকাসহ হস্তান্তর করবে।
- নির্বাচন কমিশন একটি বিস্তারিত নির্বাচনী আচরণবিধি প্রস্তুত করবে, যা প্রচারণা, ব্যয়সীমা ও শালীনতার নিয়ম নির্ধারণ করবে এবং প্রতিটি নির্বাচনের আগে সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিধি-৬ : শাখার সভা, নির্বাচন ও কিশোর পাঠক ফোরাম

(গঠনতন্ত্র: ধারা-১৭)

- সভা: পরিচালনা কমিটির সভা অন্তত দুই মাসে একবার; কোরাম কমিটির অর্ধেক সদস্য।
- নির্বাচন: শাখা সাধারণ সভা প্রতিটি নির্বাচনের অন্তত ৩০ দিন আগে তিন সদস্যের শাখা

নির্বাচন কমিটি গঠন করবে, যার সদস্যরা প্রার্থী হতে পারবেন না। ধারা-১৫ ও বিধি-৫-এর পদ্ধতি (ভোটের তালিকা, গোপন ব্যালট, আপত্তি, হস্তান্তর) প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ প্রযোজ্য হবে; শাখা নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত আপিল যাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন আপিল বোর্ডে।

- **কিশোর পাঠক ফোরাম:** প্রতিটি শাখায় ফোরাম গঠন করা যাবে; শাখা ফোরামের প্রতিনিধি শাখার পরিচালনা কমিটির সভায় ধারা-৭ অনুযায়ী মত দেবেন। কার্যনির্বাহী কমিটিতে ফোরামের প্রতিনিধি বাছাই হবে শাখা ফোরামগুলোর মনোনীতদের মধ্য থেকে।

অধ্যায় ৩ : কর্মসূচি ও প্রতিবেদন

বিধি-৭ : উন্মুক্ত কর্মসূচির ন্যূনতম মান

(গঠনতন্ত্র: ধারা-৫(১০))

প্রতিটি শাখা ও স্থানীয় পাঠাগার বছরে অন্তত ৪০ সপ্তাহ সাপ্তাহিক উন্মুক্ত সমাবেশ-কর্মসূচি পরিচালনা করবে। কোনো সপ্তাহে কর্মসূচি না হলে তার কারণ শাখার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

বিধি-৮ : প্রতিযোগিতায় স্বীকৃতি

(গঠনতন্ত্র: ধারা-৫(১১))

দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের স্বীকৃতি এবং বিতর্ক বা উপস্থাপনায় “শ্রেষ্ঠ বক্তা”-জাতীয় তাত্ক্ষণিক স্বীকৃতি এই নিষেধের আওতায় পড়বে না; নিষেধ কেবল নম্বর, মেধাক্রম বা পড়ার পরিমাণ ধরে ব্যক্তির ক্রম সাজানো তালিকার ক্ষেত্রে।

বিধি-৯ : বার্ষিক প্রতিবেদনের সূচক ও শিশুর পড়া যাচাই

(গঠনতন্ত্র: ধারা-১৭)

কার্যক্রম-প্রতিবেদনে অন্তত নিম্নোক্ত সূচক থাকবে, যা পাঠকের পরিচয় প্রকাশ না করে কেবল নামহীন গণনায় তৈরি হবে (ধারা-২৩): (ক) নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা – নারী, শিশু-কিশোর ও অন্যান্য আলাদাভাবে; (খ) বছরে মোট বই-ধারের সংখ্যা; (গ) অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত কর্মসূচির সংখ্যা (ধারা-৫(১০)); (ঘ) ধারা-৫(১১)-এর পাঠ-সহায়তায় অংশ নেওয়া শিশুর সংখ্যা, এবং তাদের মধ্যে কতজন বছর শেষে বয়স-উপযোগী একটি অচেনা লেখা সাবলীলভাবে পড়ে বুঝতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটি এসব সূচক মাপার একটি সহজ নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে। সূচক (ঘ) মাপার জন্য শিশুর পড়া যাচাই করা হবে কেবল অভিভাবকের সম্মতিতে; ফল রেকর্ড হবে নামহীন গণনায়, এবং শিশুর নামযুক্ত যাচাই-পত্র গণনা শেষ হওয়ার পর নষ্ট করা হবে। শিশুর নিজের অগ্রগতি কেবল তার অভিভাবককে জানানো যাবে; যাচাইয়ের ফল কোনো শিশু, অভিভাবক বা বিদ্যালয়ের মধ্যে তুলনা বা র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যবহার করা যাবে না (ধারা-৫(১১))।

অধ্যায় ৪ : অর্থ ও নিরীক্ষা

বিধি-১০ : ক্রয়, নগদ অর্থ, ভ্রমণ ও সম্পদ

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২০)

উল্লেখযোগ্য অঙ্কের ক্রয়ে (কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারিত সীমার উপরে) অন্তত তিনটি পৃথক মূল্যপ্রস্তাব সংগ্রহ করতে হবে। নগদ অর্থ রাখার সর্বোচ্চ সীমা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করবে; এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে রাখতে হবে। ভ্রমণ ও সম্মানী-সংক্রান্ত নীতি কার্যনির্বাহী কমিটি প্রস্তাব করবে ও সাধারণ সভা অনুমোদন করবে। সংগঠনের স্থায়ী সম্পদের একটি হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ করা হবে। এই বিধির অঙ্কগুলোর প্রাথমিক মান তফসিলে নির্ধারিত।

বিধি-১১ : শাখার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২২)

ধারা-১৯-এ বর্ণিত আয়-সীমার নিচের শাখা বা স্থানীয় পাঠাগার বহিঃনিরীক্ষকের বদলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করাতে পারবে: শাখা সাধারণ সভা পরিচালনা কমিটির বাইরের দুজন সদস্যকে নিরীক্ষক মনোনীত করবে, যাঁরা অর্থ লেনদেনে স্বাক্ষরকারী হবেন না। নিরীক্ষা প্রতিবেদন শাখা সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হবে এবং শাখার সব সদস্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অধ্যায় ৫ : তথ্য ও সুরক্ষা

বিধি-১২ : পাঠকের তথ্য রাখার মেয়াদ

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২৩)

- বই-ধারের রেকর্ডে পাঠক ও বইয়ের সংযোগ কেবল বই ফেরত না আসা পর্যন্ত থাকবে; বই ফেরতের পর সেই সংযোগ মুছে ফেলা হবে, অথবা এমনভাবে রাখা হবে যাতে কোন পাঠক কোন বই পড়েছেন তা শনাক্ত করা না যায়। পরিসংখ্যানের জন্য কেবল নামহীন গণনা রাখা যাবে।
- পাঠকের অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সদস্যপদ বা পাঠক-নিবন্ধন শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যে মুছে ফেলা হবে, আইনি বাধ্যবাধকতা ব্যতীত।

বিধি-১৩ : সদস্যের তথ্য

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২৩)

- সদস্যপদের জন্য কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পূর্ণ তথ্য (ঠিকানা, ফোন নম্বর, পরিচয়পত্রের তথ্য) কেবল সংশ্লিষ্ট শাখার দপ্তরে থাকবে, এবং তা দেখার অধিকার থাকবে কেবল সংশ্লিষ্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের (সংশ্লিষ্ট কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের)।

- ধারা-৮ অনুযায়ী কেন্দ্রে পাঠানো তালিকায় থাকবে কেবল নাম, সদস্য নম্বর, সদস্যপদের শ্রেণি, যোগদানের তারিখ ও চাঁদা হালনাগাদ কি না; মওকুফের তথ্য, ঠিকানা বা ফোন নম্বর থাকবে না।
- সদস্যপদ শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যে সদস্যের যোগাযোগ-তথ্য মুছে ফেলা হবে; কেবল নাম ও সদস্যপদের মেয়াদের নথি রাখা যাবে।

বিধি-১৪ : শিশুদের সঙ্গে কাজ করা কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের যাচাই

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২৪)

শিশুদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করবেন এমন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পাওয়ার আগে লিখিত আবেদন দেবেন, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন দেখিয়ে পরিচয় যাচাই করবেন, এবং সংগঠনের অন্তত দুজন সদস্যের (যাঁরা তাঁর আত্মীয় নন) লিখিত সুপারিশ জমা দেবেন। প্রথম তিন মাস তিনি অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে কাজ করবেন। শিশু সুরক্ষা সম্পাদক এই নথি গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করবেন। ১৮ বছরের কম বয়সী স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র এবং অভিভাবকের লিখিত সম্মতি লাগবে; তাঁরা শিশুদের সঙ্গে – সহপাঠী পাঠচক্রসহ – কেবল একজন যাচাইকৃত প্রাপ্তবয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতিতে কাজ করবেন।

অধ্যায় ৬ : শৃঙ্খলা

বিধি-১৫ : তদন্তের সময়সীমা

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২৯)

তদন্ত সাধারণত ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে; যুক্তিসংগত কারণে সিদ্ধান্তদাতা কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে একবার সর্বোচ্চ ১৫ দিন সময় বাড়াতে পারবে এবং উভয় পক্ষকে তা জানাবে। বর্ধিত সময়েও তদন্ত শেষ না হলে বিলম্বের কারণ পরবর্তী সাধারণ সভায় লিখিতভাবে জানাতে হবে, এবং শিশু সুরক্ষা-সংক্রান্ত নয় এমন অভিযোগে আরোপিত সাময়িক অব্যাহতি (যদি থাকে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হবে।

অধ্যায় ৭ : সংগ্রহ

বিধি-১৬ : সংগ্রহ নিয়ে আপত্তির নিষ্পত্তি

(গঠনতন্ত্র: ধারা-২৩ক)

- কোনো বই বা উপকরণ নিয়ে আপত্তি উঠলে তা লিখিতভাবে জমা দিতে হবে এবং পরিচালনা কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচিত হবে। আপত্তির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহে ও পাঠকের নাগালে থাকবে।
- কোনো উপকরণ স্থায়ীভাবে সরানোর সিদ্ধান্ত কেবল পরিচালনা কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে,

কারণ লিখিতভাবে নথিভুক্ত করে নেওয়া যাবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেকোনো সদস্য ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপিল করতে পারবেন; কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

- সংগ্রহ-ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত (জীর্ণ বই প্রতিস্থাপন, অনুলিপি হ্রাস, সংস্করণ হালনাগাদ) নথিভুক্ত থাকবে।
- প্রতি বছর কোন কোন উপকরণ নিয়ে আপত্তি এসেছিল এবং তার নিষ্পত্তি কী হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শাখার বার্ষিক প্রতিবেদনে ও কেন্দ্রীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অধ্যায় ৮ : শাখা তদারকি

বিধি-১৭ : শাখায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের সময়সীমা

(গঠনতন্ত্র: ধারা-১৭)

- লিখিত নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে শাখা লিখিত জবাব দেবে।
- লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে প্রতিকারের জন্য শাখা ৬০ দিন সময় পাবে।
- পরিচালনা কমিটি স্থগিত হলে ৯০ দিনের মধ্যে শাখা সাধারণ সভা আহ্বান করে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।
- কেন্দ্রের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাখা সিদ্ধান্ত জানানোর ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদে আপিল করবে।

তফসিল : প্রাথমিক আর্থিক অঙ্ক

(গঠনতন্ত্র: ধারা-৭, ১৯, ২০, ২২, ৩৫)

প্রতিষ্ঠাকালীন সভা নিচের অঙ্কগুলো নির্ধারণ করবে; প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত এগুলো বহাল থাকবে, এবং পরে ধারা-৩৩ক অনুযায়ী সংশোধনযোগ্য।

বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা	অঙ্ক
সাধারণ সদস্যের বার্ষিক চাঁদা	ধারা-৭	_____ টাকা
ছাত্র সদস্যের বার্ষিক চাঁদা	ধারা-৭	_____ টাকা
আজীবন সদস্যপদের এককালীন অর্থ	ধারা-৭	_____ টাকা
শাখার আয়-সীমা (এর নিচে এক-তৃতীয়াংশ সীমা ও বহিঃনিরীক্ষা শিথিল)	ধারা-১৯, ২২	বার্ষিক _____ টাকা
তিন মূল্যপ্রস্তাব লাগবে এমন ক্রয়ের সীমা	ধারা-২০, বিধি-১০	_____ টাকা

বিষয়

সংশ্লিষ্ট ধারা

অঙ্ক

নগদ অর্থ রাখার সর্বোচ্চ সীমা ধারা-২০, বিধি-১০ _____ টাকা

প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় কোনো অঙ্ক নির্ধারিত না হলে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তা নির্ধারণ করে সদস্যদের লিখিতভাবে জানাবে, যা প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হবে (ধারা-৩৫)।

গ্রহণ ও সংশোধনের নথি

এই বিধিমালা _____ তারিখে _____ স্থানে অনুষ্ঠিত
প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় গৃহীত হলো।

সংশোধনের তারিখ সংশোধিত বিধি সিদ্ধান্তের সূত্র (সভা)